Revised Edition, July 2019

সত্যের আধুনিক প্রকাশ
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-২

ইসলাম ও সামাজিকতা

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.

খলীফা, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহ. ও
মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

সংকলন | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

বয়ান সংকলন ইসলাম ও সামাজিকতা
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৪ - ২০১৯ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
দ্বিতীয় প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ : শাওয়াল ১৪৪০ / জুলাই ২০১৯
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৩৬ / নভেম্বর ২০১৪
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ, সাইদুর রহমান
প্রুফ সংশোধন : তৈয়বুর রহমান

ISBN : 978-984-91175-3-7

মূল্য : ৳ ৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র)

Price : USD 14.99

অনলাইন পরিবেশক
www.wafilife.com; www.rokomari.com
www.kitabghor.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহ. ও হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনী ও ইলমী ব্যক্তিত্ব। তার দুনিয়া বিমুখতা, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ঐকান্তিক পরিশ্রম, উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মানবোধ ও ভালোবাসা, শরীয়ত ও সুন্নাতের উপর সার্বক্ষণিক আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা—ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদ্বারের জন্য এক উত্তম আদর্শ।[1] তার ইখলাসপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বয়ানে যে অনুভূতি শ্রোতাদের অন্তঃকরণে ব্যাপৃত হয়, দীর্ঘ সময়ের অনেক আকর্ষণীয় জ্বালাময়ী বক্তৃতায়ও তা হয় না।

প্রফেসর হযরত ৯ জানুয়ারী ১৯৩৮ সালে মুন্সিগঞ্জের নয়াগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম ইয়াসিন সাহেব তাকে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মক্তবের উস্তাদসহ অন্যান্য দ্বীনী কর্মে সংযুক্ত ব্যক্তিদের খেদমতে নিয়োজিত করেন। তিনি ইসলামিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৫৫ সালে মেট্রিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৫৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। পরে বুয়েট থেকে ১৯৬১ সালে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন ও ইংলিশ ইলেট্রিক কোম্পানিতে চাকুরী এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে দীর্ঘসময় শিক্ষকতা করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি অনেক আল্লাহওয়ালার সোহবতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে তিনি হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর নিকট বাইআত হন। তারপর থেকেই তার জীবন ও আখলাকে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর খাদেম

[1] প্রফেসর হযরতের বিস্তারিত জীবনীর জন্য পড়ুন *একজন আলোকিত মানুষ*, মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা (২০১৬)।

হিসেবে হজের পবিত্র সফর ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সফর করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর ইন্তেকালের পর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সর্বশেষ খলীফা হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব রহ.-এর সাথে সম্পর্কিত হন। ইসলামী জ্ঞানে এত পারদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান হয়েও নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি নিজে আলেম নই। উলামায়ে কেরামের জুতা বহন করতে পারাটাও আমি নিজের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করি।'

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন; *ইসলাম ও সামাজিকতা*। উল্লেখ্য, মাকাতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রফেসর হযরতের অনবদ্য বয়ানসমূহ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি দ্বিতীয় খণ্ড। প্রফেসর হযরত বিভিন্ন মজলিসে সমাজের নানারকম প্রথা—যা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত, মুসলমানদের বিশ্বাস ও আমলে দুর্বলতা এবং সর্বোপরি সমসাময়িক জটিল বিষয়াদি (বাংলা খুতবা, শবে বরাত, পার্টনারশীপ ব্যবসা ইত্যাদি) ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে বর্ণনা করেছেন। এসব মজলিসের কয়েকটি নির্বাচিত বয়ান এখানে সংকলন করা হয়েছে। আল্লাহওয়ালাদের কথায় যে বরকত ও নূর থাকে, তা এ বয়ানগুলো থেকেই পাঠকের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠবে।

অনেকেই এই সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ তাআলা এই বইটির পাঠক, সংকলক, সম্পাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
সংকলক ও প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৫ রমযান ১৪৩৯ / ১ জুন ২০১৮

সূচিপত্র

কুরআন হেফযের সঙ্গে সেক্যুলার শিক্ষা ৯
উত্তরা, ঢাকা

শরীয়তের দৃষ্টিতে পার্টনারশীপ ব্যবসায় করণীয় ১৯
পারটেক্স শো-রুম, গোপিবাগ বিশ্বরোড, ঢাকা

শবেবরাত প্রসঙ্গে ৩৩
বুয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদ, ঢাকা

বাংলা খুতবা প্রসঙ্গে ৪৩
ইস্টার্ন রিফাইনারী কলোনী মসজিদ, চট্টগ্রাম

দ্বীন কি ও কেন ৫৭
ইস্টার্ন রিফাইনারী কলোনী মসজিদ, চট্টগ্রাম

আখিরাতের বাড়ি অর্জন ৭১
ইস্টার্ন রিফাইনারী কলোনী মসজিদ, চট্টগ্রাম

যিকির কি ও কেন ৮৫
ইস্টার্ন রিফাইনারী কলোনী মসজিদ, চট্টগ্রাম

জুমুআর দিন—একটি বিশেষ দিন ১০১
ইস্টার্ন রিফাইনারী কলোনী মসজিদ, চট্টগ্রাম

আখিরাতের জন্য খরচ ১১৫
মানিক নগর, ঢাকা

অবিশ্বাসীদের আমল প্রসঙ্গে ১৩১
বা নৌ জা ঈসা খান মসজিদ, চট্টগ্রাম

তাওহীদ—আল্লাহর একত্ববাদ ১৪৭
ঈসা খাঁন মসজিদ, বিএনএস ঈসা খাঁন, চট্টগ্রাম

“একটুখানি সমালোচনা হলে আমরা ভয় পেয়ে যাই। কবরে আমাকে একাই যেতে হবে। যাদের আমরা ভয় করছি—কেবলই সমালোচনা, কেবলই কিছু কথা—এরকম ভয় সাহাবায়ে কেরাম করেননি। এ যামানায় হাফেয হওয়া সাহাবীদের মতো হওয়ার অর্ধেক। বাকি অর্ধেক আমল-আখলাক। ▸ পৃ. ১৬

কুরআন হেফযের সঙ্গে সেক্যুলার শিক্ষা

একজন সরকারী কর্মকর্তা তার ছেলেদের কুরআন মাজীদের হাফেয বানাতে চান। এজন্য তাদের মাদরাসায় ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু তারা আর মাদরাসায় পড়তে চাচ্ছে না। স্কুলে পড়তে চায়। ওই কর্মকর্তা খুলনায় বসবাস করেন। তিনি হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য পুরো পরিবার নিয়ে খুলনা থেকে ঢাকা আসেন। ১৬ অক্টোবর ২০১৮ (সোমবার)-এ হযরতের সঙ্গে দেখা করেন। হযরত তাদের এ বিষয়ে মূল্যবান নসিহত করেন। ওই কর্মকর্তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে হযরত যে নসিহত করেছেন, তা-ই এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ সময়োপযোগী নসিহতটি সর্বসাধারণের জন্য, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহর কালামের যথাযথ সম্মান ও কদর করার কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এর উপর আমল করা হয় না। হযরত এদিকেই ইঙ্গিত করে নসিহত করেন।

কুরআন হেফযের সঙ্গে সেক্যুলার শিক্ষা

نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ وَأَشْهَدُ
أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۞ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

আমি অসুস্থ। পারকিনসন ডিজিসের কারণে অনেক মেডিসিন খেতে হয়। কোনো একটা মেডিসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় কথা স্পষ্ট হয় না। ভাঙাচোরাভাবে দু-একটা কথা বলছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

> মনে করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দেওয়া আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে উপকৃত করবে।[২]

এটি সূরা যারিয়ার আয়াত। আল্লাহ তাআলা এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন। ভালো কথা, আল্লাহর কথা, রাসূলের কথা মানুষকে শোনাও। বান্দাদের তা শোনালে, তাদের মনে করিয়ে দিলে তা তাদের উপকৃত করবেই। ব্যাপারটা পুরোপুরি মনে করিয়ে দেওয়া। আর পুরোনো কথাই মনে করিয়ে দেওয়া হয়। আমিও এই আয়াতের অনুকরণে আপনাকে কিছু কথা মনে করিয়ে দেব।

---

[২] সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৫।

আপনার ছেলেদের কুরআন হেফয করা ভার্সাস (Versus, বনাম) তাদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা প্রসঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কীভাবে? আপনি তো ডাক্তার। আমার চেয়ে ভালো জানেন। মেয়েদের ওভাম শত শত। মাত্র একটি ওভাম প্রয়োজন হয়। পুরুষের শুক্রানু আছে লক্ষ লক্ষ। মাত্র একটি প্রয়োজন। মায়েদের একটি ওভাম (Ovum, ডিম্বাণু) আর পুরুষের একটি শুক্রানু মিলে হয় নুতফা। নুতফার ডায়ামিটার কত? $১০^{-১}$ মিলিমিটার। মানে এক মিলিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ। কত ছোট! বলপয়েন্ট কলমের নীপ দিয়েও আপনি এত ছোট ফোঁটা দিতে পারবেন না। সোনামুখী সুই দিয়ে হয়তো পারবেন। ওইখান থেকে আমাদের শুরু। আল্লাহ তাআলা সূরা মুমিনে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়টি বলেছেন।

আমরা দুনিয়ার চারিদিকে যা দেখি, তা দেখেই প্রভাবিত হয়ে যাই। সাহাবায়ে কেরাম তো এভাবে দ্বীন পালন করেননি। তারা পুরো সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সারা মক্কা ছিল তাদের বিরুদ্ধে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো সম্মানিত ব্যক্তি—মক্কার লোকেরা তাকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত—তাকেও মার খেতে হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাঁচাতে গিয়ে কাফেররা তাকে এত মার মেরেছে যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। কিসের বিরুদ্ধে তাদের এভাবে লড়াই করতে হয়েছে? অবিশ্বাস, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে।

এই যামানায় আমরা যারা ছেলে-মেয়েদের কুরআনের হাফেয বানাতে চাই, তাদের মনে কেবলই আসে, বাচ্চারা খাবে কি করে? এটা আল্লাহ রহস্য করে রেখেছেন; দেখি আমার বান্দারা কী করে। তাদের একটু পরীক্ষা করে দেখি। তিনি আমাদের বিবেক-বিবেচনার দিকে ইশারা করেছেন। আমাদের কোত্থেকে বানিয়েছেন তিনি? কুরআনে বার বার বলেছেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

> মানুষ কি ভেবে দেখে না তাকে একটি ফোঁটা থেকে তৈরি করেছি আমি। সে প্রকাশ্যে ঝগড়া করে।[৩]

[৩] সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৭৭।

মানুষ কি একটু চিন্তা করে না কি থেকে তাকে বানিয়েছি আমি? তারপর সে আমার সঙ্গে অহংকার করে। পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করে। জান্নাত-জাহান্নামকে অস্বীকার করে।

(পর্দার আড়ালে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে লক্ষ করে বললেন) আপনি বলতে পারবেন, একজন মায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কী? (পর্দার আড়াল থেকেই ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, সন্তান লালন-পালন করা।) বাচ্চাদের লালন-পালন করা তো সহজাত। কিন্তু তার আসল দায়িত্ব কী? মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেন। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

> তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও।[৪]

আল্লাহর চিহ্নগুলোর মধ্যে একটি চিহ্ন হচ্ছে আমাদের স্ত্রীগণ। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীকে শান্তি পৌঁছানো (So that husband gets rest in them)। রান্না-বান্না করাও না। লালন-পালন করাও না। বাচ্চা লালন-পালনের জন্য দাঈ রাখতে বলা হয়েছে। যে কোনো মায়ের প্রধান কাজ হচ্ছে, স্বামীর দেখভাল করা (Of any mother, her only duty is to look after her husband)। সমাজে এ কথার কি কোনো দাম আছে? আধুনিক লোকেরা এ কথা শুনলে হাসে।

কেবল আলোচনার জন্য বলছি, আপনার এফসিপিএস নিয়ে ব্যস্ত থাকা আর আল্লাহ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন—স্বামীকে শান্তিতে রাখা—কখনো চিন্তা করেছেন, আপনি এ দায়িত্ব পালনে কতটুকু সমর্থ হচ্ছেন? আপনারা যারা ডাক্তারীর বড় বড় ডিগ্রি নিচ্ছেন, একটু চিন্তা করেন তো ঢাকা শহরে যত বড় বড় হাসপাতাল আছে যেখানে রোগী দেখা হয়, তাদের মধ্যে কতজন হবেন মহিলা? কত পার্সেন্ট হবে? বলেন, আপনি আমার মেয়ের মতো। (তখন ভদ্রলোকের স্ত্রী পর্দার আড়াল থেকে বলল, খুব বেশি না। তবে গাইনোকোলজিস্টের সংখ্যা অনেক আছে।)

[৪] সূরা আর-রূম, ৩০:২১।